OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 304 - 308
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 304 - 308
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

যুক্তিবাদী ও মানবিক নায়ক কৃষ্ণ : বাণী বসুর ‘কৃষ্ণ বাসুদেব’

নিলুফা ইয়াসমিন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: nilufa2708@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
পৌরাণিক চরিত্র, গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণব কবিতা, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বাসুদেব, বাণী বসু।

Abstract

Discussion

ভারতীয় পুরাণ, দর্শন ও সাহিত্যের ইতিহাসে যে কয়েকটি চরিত্র যুগে যুগে মানুষের কল্পনা, বিশ্বাস ও বৌদ্ধিক অন্বেষণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন অন্যতম। ভারতীয় সংস্কৃতিতে কৃষ্ণচরিত্রকে কখনো পুরুষোত্তম অবতার হিসেবে পূজা করা হয়েছে, কখনো আবার দক্ষ রাজনৈতিক কৌশলী হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে, আবার কখনো প্রেম ও সৌন্দর্যের চিরন্তন প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এই বহুমাত্রিকতা কৃষ্ণকে কেবল একটি পৌরাণিক চরিত্রে সীমাবদ্ধ রাখেনি, তাকে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও সমাজচিন্তার এক বিস্তৃত পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে সুকোমল ও সংগীতময় রূপায়ণ দেখা যায়, তা ভক্তিমূলক সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভক্তি ও প্রেমের এই মিলিত রসধারা পরবর্তীকালে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণভাবনার বিকাশও এই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ধারার মধ্যেই ঘটেছে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্রের উপস্থিতি সেই প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষণীয়। আদি-মধ্যযুগে রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে কৃষ্ণকথা প্রথমবারের মতো আঞ্চলিক ভাষায় বিশদভাবে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে কৃষ্ণের দেবত্বের পাশাপাশি তাঁর মানবিক আবেগ, প্রেম ও দৈনন্দিন জীবনের নানা দিক ফুটে উঠেছে। ফলে কৃষ্ণচরিত্র এখানে কেবল পৌরাণিক চরিত্র হয়েই থাকেনি, তা এক মানবিক অনুভূতির বাহক হিসেবেও প্রতিভাত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অন্ত্য মধ্যযুগে মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যে কৃষ্ণের পৌরাণিক বীরত্ব ও ধর্মীয় মাহাত্ম্য নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়। একই সঙ্গে পদাবলি সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ভক্তি ও রসসৌন্দর্যের এক অনন্য কাব্যিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। তাইতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বৈষ্ণব কবিতা’-য় লিখেছেন –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 304 - 308
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,/ কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,/ কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান বিরহ-তাপিত।"[১]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবও এই কৃষ্ণভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কৃষ্ণপ্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মিক মিলনের যে ভাবধারা গড়ে ওঠে, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যাতেও নানা রূপান্তর ঘটেছে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। এর ফলে দেবদেবীর অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে মানবিক ব্যাখ্যা গুরুত্ব পেতে শুরু করে। উনিশ শতকে একদিকে যেমন কবিওয়ালাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনি নিয়ে কখনো কখনো স্থূল রসিকতার প্রবণতা দেখা যায়, অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবিদের রচনায় কৃষ্ণচরিত্র নতুন ব্যাখ্যার আলোকে পুনরাবিষ্কৃত হয়।

আবার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখব কৃষ্ণচরিত্র কেবল ধর্মীয় বা পৌরাণিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তা উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা ও ছোটগল্পের বিভিন্ন ধারায় নতুনভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছে। সাহিত্যিকরা কৃষ্ণকে কখনো আদর্শ নেতা, কখনো দক্ষ কূটনীতিক, কখনো আবার আত্মসমালোচনামূলক মানবিক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এই পুনর্ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে কৃষ্ণচরিত্র সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করে চলেছে।

বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও গবেষক হিসেবে কৃষ্ণচরিত্রের এই বহুমাত্রিক উপস্থিতি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। এমন একটি চরিত্র, যাকে একই সঙ্গে ভক্তি, প্রেম, রাজনীতি ও মানবিকতার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, তিনি নিঃসন্দেহে সাহিত্য বিশ্লেষণের এক সমৃদ্ধ ক্ষেত্র। কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের এই বহুবর্ণতা যুগে যুগে পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করেছে। শিশু কৃষ্ণের লীলাময়তা থেকে শুরু করে কিশোর ও তরুণ কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি, আবার প্রৌঢ় কৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা - সবমিলিয়ে এক বিশাল আখ্যানের সৃষ্টি হয়েছে, যা ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বাণী বসু এই পুনর্ব্যাখ্যার ধারাকে একটি স্বতন্ত্র উচ্চতায় উন্নীত করেছেন। বাণী বসু বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক, যিনি ইতিহাস, পুরাণ ও সমাজবাস্তবতার সমন্বয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম নির্মাণ করেছেন। ১৯৩৯ সালের ১১ মার্চ কলকাতায় তাঁর জন্ম। ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর তিনি দীর্ঘদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ইংরেজি ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় থাকার ফলে তাঁর রচনায় ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবনার একটি সৃজনশীল সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

বাণী বসুর সাহিত্যকর্মে মানবজীবনের মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, ইতিহাসচেতনা এবং নারীসত্তার প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'মৈত্রেয় জাতক', 'স্বেতপাথরের থালা', 'কিনারে কিনারে', 'পঞ্চম পুরুষ', 'অষ্টম গর্ভ', 'কৃষ্ণ বাসুদেব' প্রভৃতি। এসব রচনায় তিনি কখনো ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানবজীবনের সংকট ও দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন, আবার কখনো পুরাণের চরিত্রকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

প্রাচীন পুরাণের চরিত্রকে আধুনিক যুক্তিবাদী ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার যে সাহিত্যিক প্রচেষ্টা এই উপন্যাসে দেখা যায়, তা সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতার প্রতিফলন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গ্রিক পুরাণের বীর Achilles-এর কথা। Madeline Miller তাঁর 'The Song of Achilles' এ দেখিয়েছেন Achilles দেবতুল্য কোনো যোদ্ধা নন, তিনি এখানে গভীর আবেগ, প্রেম এবং মানসিক দ্বন্দ্বে ভরা একজন মানুষ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এই গবেষণায় কৃষ্ণচরিত্রের আধুনিক ব্যাখ্যা ও তার সাহিত্যিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা করব। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল বাণী বসুর 'কৃষ্ণ বাসুদেব' উপন্যাসে কৃষ্ণচরিত্রের আধুনিক ও যুক্তিবাদী ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণ করা। বিশেষত এখানে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হবে যে, লেখিকা কীভাবে পৌরাণিক অলৌকিকতার পরিবর্তে মানবিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণের চরিত্রকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। একই সঙ্গে কৃষ্ণের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, কূটনৈতিক দক্ষতা,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 304 - 308
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রশাসনিক প্রজ্ঞা এবং ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে তাঁর বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের সাহিত্যিক তাৎপর্য নির্ণয় করাও এই আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

এই উপন্যাসের শুরুতেই কৃষ্ণ ও বলরামের শারীরিক দক্ষতার প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসে তাদেরকে শুধুমাত্র যোদ্ধাসহ অসাধারণ মল্লবীর হিসেবে দেখানো হয়েছে। মল্লকৌশলে তাদের এমন পারদর্শিতা ছিল যে তারা অবিশ্বাস্য রকমের শারীরিক কসরত করতে পারত। যেমন বলা হয়েছে—

> "হতবুদ্ধি ভার্গব দুই হাত জোড় করে নমস্কার করলেন তার আর সন্দেহ রইল না এরা নারায়ণের অবতার।"[২]

কিন্তু উপন্যাসিক এখানে অলৌকিকতার বদলে যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কৃষ্ণ ও বলরামের এই ক্ষমতা আসলে আধুনিক ক্রীড়াবিদদের মতো শারীরিক অনুশীলনের ফল। যেমন পোল ভল্ট কৌশলের সাহায্যে একজন অ্যাথলিট অনেক দূর পর্যন্ত লাফিয়ে যেতে পারে। সাধারণ মানুষের চোখে এই ধরনের দক্ষতা অলৌকিক মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এটি কঠোর অনুশীলনের ফল। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে কৃষ্ণকে দেবতা হিসেবে নয় বদলে একজন দক্ষ অ্যাথলিট হিসেবে দেখা হয়েছে।

এরপর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনাও উপন্যাসে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রচলিত কাহিনিতে কৃষ্ণ অলৌকিকভাবে দ্রৌপদীর বস্ত্র বাড়িয়ে তাকে রক্ষা করেন। কিন্তু এখানে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে দ্রৌপদীর কাছে উত্তর কুরু দেশ থেকে আনা এক বিশেষ বস্ত্র ছিল। সেই বস্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "এত সূক্ষ্ম আর এত দীপ্ত তন্তু দিয়ে বোনা যে তুমি বহু পাক জড়িয়ে জড়িয়ে পড়তে পারো, যতই জড়াবে ততই গাঢ় হবে রং। আর অলংকারের মনিগুলোর দীপ্তি এমন যে, পড়লে কেমন আবৃত করে রাখে জ্যোতিতে।"[৩]

এই বস্ত্রের কথা শুনে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে সতর্ক করে বলেছিলেন—

> "ওই বস্ত্র আর ওই অলংকার কোথাও যেতে হলে কাছে রাখবে সবসময়ে, কখন কী কাজে আসে...।"[৪]

অতএব, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় যে অলৌকিক বস্ত্র বৃদ্ধির ঘটনা বলা হয়, তা হয়তো আসলে সেই সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বস্ত্রের ব্যবহার। এই যুক্তির মাধ্যমে উপন্যাসিক অলৌকিকতার পরিবর্তে বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এখানে কৃষ্ণকে একজন প্রযুক্তি-মনস্ক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হিসেবেও দেখানো হয়েছে। শাল্বরাজ যখন বিমানে করে দ্বারকা আক্রমণ করে, তখন সেই বিমান ধ্বংস হয়ে সমুদ্রে পড়ে যায়। কৃষ্ণ তখন নির্দেশ দেন—

> "যতটা পারো ভেঙে পড়া বিমানটিকে উদ্ধার করো তারপর কর্মান্তে নিয়ে যত্ন করে রেখে দাও বিশ্বকর্মাকে খবর দেবে।"[৫]

এখানে কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল সেই প্রযুক্তির রহস্য বুঝে নেওয়া। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গবেষণা করার জন্য দ্বারকায় একটি বিশেষ কক্ষও ছিল। বিশ্বকর্মা সেই বিমানের একটি চিত্র অঙ্কন করে সকলকে দেখান এবং বলেন মোটামুটি তিনি পুনর্গঠন করেছেন। এই অংশটি আধুনিক অপরাধ তদন্তে স্কেচ আঁকার পদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয়। অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রশাসনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও প্রযুক্তিগত কৌতূহল ছিল তা বোঝা যায়।

উপন্যাসে কৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় সব হারানোর পর কৃষ্ণ প্রথমে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরে ভাবলেন—

> "...ভীম সেন ও পাণ্ডবদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের দিয়ে নিজের শত্রু নিকেশ করে নিয়েছে।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 304 - 308
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থাৎ সমাজ কী ভাববে সেটাও তিনি বিবেচনা করেছেন। এই ঘটনা দেখায় যে কৃষ্ণ আবেগের বশে নয়, বরং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতেন।

দ্রৌপদীর অপমানের প্রসঙ্গেও কৃষ্ণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দ্রৌপদী তার অপমানের প্রতিশোধ চাইছিলেন। কৃষ্ণ তখন বুঝতে পারেন যে এই অপমানই ভবিষ্যতের যুদ্ধের একটি প্রধান কারণ। বলা হয়েছে –

> "... যুদ্ধ লাগার জন্য একটা তাৎক্ষণিক কারণ থাকে। ভারত যুদ্ধের ক্ষেত্রে এই কারণ হলেন দ্রৌপদী।"[৭]

সর্বকালেই কৃষ্ণ একজন দক্ষ কূটনীতিবিদও ছিলেন। শান্তির প্রস্তাব নিয়ে তিনি যখন হস্তিনাপুরে যান, তখন কৌরবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। তিনি জানতেন যে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও দ্রোণ শান্তির পক্ষে। ধৃতরাষ্ট্র বলেন—

> "আমি তো রাজি। কিন্তু দুরাত্মা পুত্ররা যে আমার কথা শোনে না কৃষ্ণ। তারা পিতামহ বা বিদুরের কথাও শোনে না।"[৮]

এই ঘটনায় দেখা যায় কৃষ্ণ মনস্তাত্ত্বিক কৌশল ব্যবহার করে কৌরবদের দুর্বলতা বুঝে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের সংলাপও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্ণ নিজের জীবনের দুঃখের কথা জানালে কৃষ্ণ তাকে বলেন—

> "জন্মের ওপর আমাদের হাত নেই। কতবার আপনার ওপর অন্যায় বা অপমান হল তাতে কী এসে যায়? এ জগতে কারো জীবন সুখশয্যা নয়। বাধাবিপত্তি থাকে। আপনি কি করবেন, সেটা ঠিক করে আপনার আত্মা।"[৯]

এই বক্তব্যে কৃষ্ণের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। তিনি কর্ণকে নৈতিকতার পথে ফেরাতে চেয়েছিলেন।

এরপর আমরা দেখি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণের কৌশলগত ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অর্জুনের সারথি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করতেন। বলা হয়েছে –

> "...কৃষ্ণের এই সারথ্যগ্রহণ অর্জুনকে যুদ্ধকালে মানসিক বল প্রদান ছাড়া আর কিছুই নয়। সামরিক শক্তির বিচারে এর গুরুত্ব অপরিসীম।"[১০]

অর্থাৎ সারথি হিসেবে তিনি যুদ্ধ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং প্রয়োজনমতো পাণ্ডবদের নির্দেশ দিয়েছেন।

জয়দ্রথ বধের ঘটনাতেও কৃষ্ণের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্যগ্রহণের সুযোগে তিনি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যাতে কৌরবরা মনে করে সূর্য অস্ত গেছে। পরে আবার সূর্য দেখা দিলে সবাই অবাক হয়ে যায় এবং অনেকেই মনে করে কৃষ্ণ অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল একটি প্রাকৃতিক ঘটনা— সূর্য গ্রহণ।

এছাড়া ঘটোৎকচের ঘটনায় কৃষ্ণ কৌশলগতভাবে কর্ণকে তার শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য করেন। ফলে অর্জুন রক্ষা পায়। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে কৃষ্ণ শুধুমাত্র যুদ্ধ করেননি; তিনি মানসিক কৌশলের মাধ্যমে শত্রুকে দুর্বল করেছেন।

বাণী বসুর কলমে কৃষ্ণের প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক সমস্যাও উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। অক্রুর, কৃতবর্মা এবং শতধন্বার মতো ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। বলা হয়েছে - অক্রুর, কৃতবর্মা, শতধন্বা কুচক্রী ক্ষমতালোবী স্বার্থপর মানুষের প্রতিনিধি। এরা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে তাকে দুর্বল করতে চেয়েছিল।

সবশেষে বুঝি, সকৃষ্ণের ব্যক্তিগত জীবনে বেদনাও ছিল। দ্বারকার ধ্বংস তাকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। শেষদিকে তিনি বলেন— আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি দুঃখ কী জানো? আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি দুঃখ এই যে, আমি কাউকে সুখী করতে পারলাম না। এই উক্তিতে কৃষ্ণের মানবিক বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি একজন মহান নেতা হয়েও ব্যক্তিগতভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 40
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 304 - 308
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই আলোচনায় বিশেষভাবে লক্ষ্ করা যায় যে কৃষ্ণের অনেক ঘটনাকেই অলৌকিক না ভেবে বাস্তব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনায় অসীম বস্ত্রের অলৌকিকতা নয়, বরং বিশেষ ধরনের সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বস্ত্রের ব্যবহার একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। আবার সূর্যগ্রহণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জয়দ্রথ বধের কাহিনিতেও কৃষ্ণের কৌশলী বুদ্ধির প্রয়োগ দেখা যায়। এর ফলে কৃষ্ণের চরিত্র অলৌকিক রহস্যের পরিবর্তে বাস্তব মানবিক মেধা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হয়।

একই সঙ্গে কৃষ্ণকে একজন দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও দেখা যায়। দ্বারকার প্রশাসন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গবেষণা, শত্রুপক্ষের কৌশল বুঝে নেওয়া এবং প্রয়োজনে রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি করা— এই সবক্ষেত্রেই কৃষ্ণের দূরদৃষ্টি স্পষ্ট। কৌরবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, কর্ণকে নৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দুর্বল করার চেষ্টা করা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সারথি হয়ে সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা— এই সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে যে কৃষ্ণ শুধুমাত্র একজন যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক অসাধারণ কৌশলী রাজনীতিবিদ।

তবে এই আলোচনায় কৃষ্ণের জীবনের ট্র্যাজেডিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি দ্বারকা নগরীকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই নগরীই আত্মকলহ, লোভ এবং নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। অক্রূর, কৃতবর্মা প্রমুখ স্বার্থপর ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র, প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং যাদবদের আত্মবিনাশী আচরণ সেই স্বপ্নকে ভেঙে দেয়। এই ঘটনাগুলি কৃষ্ণের ব্যক্তিগত বেদনাকেও গভীরভাবে প্রকাশ করে। তাই জীবনের শেষ পর্যায়ে কৃষ্ণের উপলব্ধি- আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি দুঃখ কী জানো? আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি দুঃখ এই যে, আমি কাউকে সুখী করতে পারলাম না।

এই উক্তি শুধু একটি ব্যক্তিগত আক্ষেপ নয়, বরং এটি এক মহান নেতৃত্বের ট্র্যাজিক উপলব্ধি। একজন রাষ্ট্রনায়ক যতই কৌশলী বা শক্তিশালী হোন না কেন, সমাজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও মানবিক লোভের বিরুদ্ধে সবসময় জয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, কৃষ্ণ চরিত্রকে এখানে প্রচলিত পৌরাণিক দেবত্বের কাঠামোর বাইরে এনে এক বাস্তব মানবিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাধারণত মহাভারতের কৃষ্ণকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বররূপে কল্পনা করা হয়; কিন্তু এই আখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তাঁর বহু কর্মকাণ্ডকে যুক্তি, কৌশল ও মানবিক বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মল্লকৌশলে পারদর্শিতা, যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিক কৌশল প্রয়োগ, প্রশাসনিক দক্ষতা, প্রযুক্তিগত কৌতূহল এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞা— এই সব গুণের সমন্বয়ে কৃষ্ণ এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, পৃ. ৪০২
২. বসু, বাণী, *কৃষ্ণ বাসুদেব*, দে 'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৬৩
৩. তদেব, পৃ. ৩৫৪
৪. তদেব, পৃ. ৩৫৪
৫. তদেব, পৃ. ৩৬০
৬. তদেব, পৃ. ৩৬৩
৭. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, *মহাভারতের ভারত যুদ্ধ ও কৃষ্ণ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৫
৮. বসু, বাণী, *কৃষ্ণ বাসুদেব*, দে 'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৪৩০
৯. তদেব, পৃ. ৪৩৪
১০. ভট্টাচার্য, সঞ্জীব, *রণে ও রাজনীতিতে শ্রীকৃষ্ণ*, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৮৮৯